দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ১৯ AUG 2017
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

দেশে আস্থাহীনতায় বিদেশমুখী উচ্চশিক্ষা

এমএইচ রবিন ●

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, অস্থির রাজনীতি এবং চাকরির অনিশ্চয়তার কারণে আস্থাহীনতায় দেশের উচ্চশিক্ষা। ফলে দিন দিন বিদেশমুখী প্রবণতা বাড়ছে শিক্ষার্থীদের। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি মেলায় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতি এবং তাদের প্রতিক্রিয়ায় ফুটে উঠেছে দেশের উচ্চশিক্ষায় আস্থাহীনতা। আর এই প্রবণতায় বিদেশে চলে যাচ্ছে মেধা ও অর্থ।

চলে যাচ্ছে মেধা ও অর্থ

প্রতিবছর এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে দেশীয় কিছু এজেন্সির মাধ্যমে আয়োজন করা হয় ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়া, মালয়েশিয়া শিক্ষা মেলার। লোভনীয় অফার দেওয়া হয় ভিনদেশি বিশ্ববিদ্যালগুলো থেকে। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে মূলত লেখাপড়ার চেয়ে চাকরির নিশ্চয়তার জন্য।

১০ আগস্ট রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় অস্ট্রেলিয়ান এডুকেশন ঐব্রূপো। এতে অংশ নেয় অস্ট্রেলিয়ার ১১টি ইউনিভার্সিটি ও কলেজ। এখানে ভর্তির ফি মওকুফ ও সরাসরি ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। দেখা যায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতি। মেলায় আসা শাহাব আল মামুন নামে এক শিক্ষার্থীর ভাষ্য, দেশে লেখাপড়া করে চাকরির নিশ্চয়তা নেই। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে 'বড় ভাইদের' সঙ্গে রাজনীতির সভা-সমাবেশ করতে হয়। তা না হলে হলে সিট পাওয়াসহ নানা ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। কিন্তু এগুলো পছন্দ নয়, তাই বিদেশে পড়ার আগ্রহ তার। আতিকুল ইসলাম নামে একজন অভিভাবক জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোয় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা-পয়সা নিলেও লেখাপড়ার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিদেশে পড়ালেখার জন্য খোঁজখবর নিতে এসেছেন। আরেকজন অভিভাবক বেগম রোকসানা চৌধুরীর অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনীতি চর্চাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও এখন রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। সেখানে সন্তানদের

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

দেশে আস্থাহীনতায় বিদেশমুখী

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ভালো লেখাপড়া তো দূরের কথা, জীবনের নিরাপত্তাও নেই। মাঝে মাঝে শুনি, দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিতে মেধাবী শিক্ষার্থী নিহত। অমুক নিখোঁজ। নেই চাকরির নিশ্চয়তা। অথচ লেখাপড়ার পাশাপাশি চাকরির সুযোগ দেয় বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

এ ছাড়া দেশের বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব। অনেকের স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই। নিয়মিত সিন্ডিকেট সভা ও একাডেমিক বডির বৈঠক হয় না। অবকাঠামো সমস্যা প্রকট। অস্বচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়া, পরীক্ষা পদ্ধতিতে অসঙ্গতি, প্রশ্নবিদ্ধ উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি, ক্রেডিট ট্রান্সফারে বিড়ম্বনা, গবেষণার সুযোগ কম বা অনেক প্রতিষ্ঠানে একেবারে নেই এবং যুগোপযোগী, ও বাস্তবসম্মত কারিকুলামের অভাব বিদ্যমান। মোটকথা অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত দেশের উচ্চশিক্ষা। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে দেশসেরা বিশ্ববিদ্যালয়টিও। ফলে নানা প্রতিবন্ধকতায় অগ্রগতি থমকে আছে দেশের উচ্চশিক্ষার।

এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, উচ্চশিক্ষা উন্মুক্ত। যার যেখানে সামর্থ্য, সেখানেই যাবে। তবে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের আস্থা অর্জন করতে হবে। দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা খাতে কোনো বরাদ্দ নেই বা গবেষণা করেনি, যাদের কোনো প্রকাশনা নেই, সেগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মানা যায় না।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বা স্টাডি সেন্টার খুলেছে, যেখানে সেসব দেশের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের দেশ থেকেও সেখানে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেগুলোর শাখা আছে মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, শ্রীলংকা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এমনকি ভারতেও। যতদূর জেনেছি আমাদের একটা নীতিমালা হয়েছে, যার পরবর্তীতে কোনো বাস্তবায়ন নেই। এটা করা গেলে মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসলে একটা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হতো।

শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, বিদেশে যারা লেখাপড়া করতে যান এরা অনেকেই আর দেশে ফেরেন না। কর্মজীবন শুরু হয়ে গেলে তারা সেসব দেশেই স্থায়ী বসবাস করেন। এভাবে অর্থের পাশাপাশি অনেক মেধা হারিয়ে যায় দেশ থেকে। এ জন্য আমাদের দেশের চাকরির সঙ্গে শিক্ষার ফারাক কমিয়ে আনতে হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বেসরকারি উচ্চশিক্ষায় বিকাশমান ধারার কারণে শিক্ষার্থীদের বিদেশে যাওয়ার হার কমে এসেছে। ইউজিসির এক হিসাবে দেখা যায়, এক বছরে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, আবাসন খরচসহ অন্যান্য ব্যয়ের হিসাব ধরে প্রায় ২৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়। এটাও আমাদের উচ্চশিক্ষার একটি দিক। আবার অনেকে বিদেশে যাচ্ছে, সেটাও একটি দিক। তবে দেশীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আস্থা অর্জন করতে হবে। আর যারা যাচ্ছে তাদের বলব উচ্চশিক্ষার জ্ঞান অর্জনের পর দেশে ফিরে জাতীয় উন্নয়নে তাদের মেধা কাজে লাগাতে।

এদিকে ইউনেস্কোর সর্বশেষ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে শিক্ষার্থীদের গমন বেড়েছে। এক বছরেই তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭ শতাংশের বেশি। ২০১৫ সালে মোট ৩৩ হাজার ১৩৯ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গেছে। আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার ১১২। সবচেয়ে বেশি যায় মালয়েশিয়ায় (৬৫৩৪ জন), তার পর যুক্তরাষ্ট্রে (৫৪৪১ জন)।